রিসালা নং-[illegible]

ইমাম হোসাইনের কারামত

IMAM HOSAIN KI KARAMAT

- কূপের পানি উপচে পড়ল
- নূরের স্তম্ভ ও সাদা সাদা পাখি
- বিষাক্ত কীট সমূহের পরিচিতি
- পবিত্র মস্তক মোবারকের ঝলক
- ইয়াজিদের মর্মান্তিক মৃত্যু
- ইবনে যিয়াদের নাকে সাপ
- আশুরার দিনের ফযীলত

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দু’আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু’আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দু’আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বকী
ও ক্ষমার ভিখারী।
১৩ শাওয়ালুল মুকাররম, ১৪২৮ হিজরী

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঃ কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর কারামত

এ রিসালাটি পড়ার একুশটি নিয়্যত।

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه "মুমিনের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।"

(তাবারানী, মুজামে কবীর, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল ঃ

❈ ভাল নিয়্যত ব্যতীত কোন ভাল কাজের সাওয়াব অর্জিত হয় না।

❈ ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে সাওয়াবও তত বেশি হবে।

(১) প্রত্যেকবার হামদ, (২) দুরূদ শরীফ, (৩) তা'আউয়ূজ ও (৪) তাসমিয়্যাহ দ্বারা এ রিসালাটি পড়া শুরু করব। (এ পৃষ্ঠার শিরোভাগে প্রদত্ত আরবী ইবারতটুকু পাঠ করলে এ চারটি নিয়্যতের উপরই আমল হয়ে যাবে।) (৫) **আল্লাহ** তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পযন্ত সম্পূর্ণ পাঠ করব, (৬) সাধ্যানুযায়ী সম্ভব হলে ওযুসহ এবং, (৭) কিবলামুখী হয়েই পাঠ করব, (৮) কুরআনের আয়াত এবং (৯) হাদীসে মুবারাকা মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখব। (১০) যেখানেই **আল্লাহ** তাআলার পবিত্র নাম আসবে সেখানেই عَزَّوَجَلَّ এবং (১১) যেখানেই **ছরকারে দো-আলম, নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক আসবে সেখানেই صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করব, (১২) এই রেওয়ায়াত عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ "সৎ লোকদের আলোচনায় **আল্লাহ** তাআলার রহমত নাযিল হয়।" (হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-৭ম, পৃ-৩৩৫, হাদীস নং-১০৭৫০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এর উপর আমল করত: এ রিসালায় প্রদত্ত ইমামে আলী মকাম এবং অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীন عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর ঘটনাবলী অন্যদের নিকট আলোচনা করে **‘যিকরে সালেহীন’** এর বরকত অর্জন করব, (১৩) নিজের ব্যক্তিগত কপিতে প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ স্থান সমূহে আন্ডার লাইন করে নেব, (১৪) অন্যদেরকে এ রিসালা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করব, (১৫) এ হাদীসে পাক تَهَادَوۡا تَحَابُّوۡا অর্থাৎ “একে অপরকে হাদিয়া দাও, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।” (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, খন্ড-২য়, পৃ-৪০৭, হাদীস নং-১৭৩১)

এর উপর আমল করত: ১০ই মুহার্‌রামুল হারাম এর বিবেচনায় কমপক্ষে দশটি কপি অথবা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী) এ রিসালা ক্রয় করে অন্যদেরকে তোহ্‌ফা প্রদান করব, (১৬) এ রিসালাটি পাঠ করে সাওয়াব সকল উম্মতের রূহে পৌঁছে দেব, (১৭) এ রিসালাটিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে প্রকাশকদেরকে অবহিত করব, (শুধু মৌখিকভাবে প্রকাশকদেরকে এর ভুল-ত্রুটি জানিয়ে দিলে বিশেষ কোন উপকার হবে না।) (১৮) সুযোগ হলে এ রিসালাটির উপর দরস প্রদান করব, (১৯) প্রতি বছর মুহার্‌রামুল হারাম মাসে এ রিসালাটি পড়ে নেব, (২০) এ রিসালার যা বুঝে আসবে না আল্লাহর বানী:

فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۴۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ :

“হে লোকেরা তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।”
(পারা-১৪, সূরা-আন নাহল, আয়াত নং-৪৩)

এর উপর আমল করত: আলিমদের নিকট থেকে তা জেনে নেব, (২১) আর যা বুঝতে কঠিন হয় তা বারবার পাঠ করতে থাকব।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সূচি পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
❋ দুরূদ শরীফের ফযীলত	০৫	❋ বিষাক্ত কীটসমূহের পরিচিতি	২৫
❋ কারামত পূর্ণ জন্ম	০৫	❋ পবিত্র মস্তক মোবারকের ঝলক	২৬
❋ পবিত্র কপালে নূরের ঝলক	০৬	❋ নবীর সন্তুষ্টি লাভের রহস্য	২৭
❋ কূপের পানি উপচে পড়ল	০৭	❋ পবিত্র মস্তক মোবারকের সমাধিস্থল সম্পর্কে মতানৈক্যের সমাধান	২৭
❋ ঘোড়া বেয়াদবকে আগুনে নিক্ষেপ করল	০৭	❋ ক্ষমা প্রাপ্তি থেকে নৈরাশ্যতার এক হৃদয় বিদারক কাহিনী	২৮
❋ কালো বিচ্ছু দংশন করল	০৯	❋ ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ	৩৩
❋ হোসাইন বিদ্বেষীর তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মৃত্যু	১০	❋ ইয়াজিদের মর্মান্তিক মৃত্যু	৩৪
❋ তর্কবিতর্কের কারামতপূর্ণ জবাব	১০	❋ ইবনে যিয়াদের করুণ পরিণতি	৩৬
❋ নূরের স্তম্ভ ও সাদা সাদা পাখি	১২	❋ ইবনে যিয়াদের নাকে সাপ	৩৬
❋ খাওলী বিন ইয়াজিদের নির্মম পরিণতি	১৩	❋ সত্য প্রমাণিত হল "মন্দের পরিণতি মন্দই"	৩৭
❋ বর্শা বিদ্ধ মস্তক মুবারকের কুরআন তিলাওয়াত	১৫	❋ মুখতার নবুওয়াতের দাবী করে বসল	৩৮
❋ রক্ত দিয়ে লিখা কবিতা	১৭	❋ কুমন্ত্রণার চিকিৎসা	৩৯
❋ পবিত্র মস্তক মুবারকের কারামত দেখে পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ	১৮	❋ আল্লাহর গোপন তদবীরকে ভয় করা উচিত	৪১
❋ দিরহাম-দিনার কংকর হয়ে গেল	১৮	❋ আশুরার দিনের ফযীলত	৪২
❋ সে নূরানী মস্তক কোথায় সমাহিত করা হয়েছিল?	২০	❋ মুহাররামুল হারাম ও আশুরার দিনের রোজার পাঁচটি ফযীলত	৪৩
❋ পবিত্র মস্তক মোবারকের সমাধি যিয়ারত	২২	❋ ইহুদীদের বিরোধীতা কর	৪৩
❋ পবিত্র মস্তক মোবারকের সালামের জবাব	২৩	❋ আশুরার দিনের রোজা	৪৪
❋ পবিত্র মস্তক মোবারকের আশ্চর্যজনক বরকত	২৪	❋ সারা বছর চোখে অসুখ হবে না	৪৪

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর কারামত

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করলেও আপনি সাওয়াবের নিয়্যতে এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার অন্তর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইতের ভালবাসায় পরিপূর্ণ হবে।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

রহমতে দারাইন, তাজেদারে হারামাইন, সারওয়ারে কাওনাইন, নানায়ে হাসনাইন, নুরানী রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, **আল্লাহ** তাআলা ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাদের নিকট রূপার কাগজ ও স্বর্ণের কলম রয়েছে। তারা কলম দিয়ে ঐ কাগজে তাদের নাম লিখে থাকে, যারা বৃহস্পতিবার দিন এবং জুমার রাতে আমার উপর অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ করে।

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-১ম, পৃ-২৫০, হাদীস নং-২১৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কারামত পূর্ণ জন্ম

মদীনে ওয়ালে মুস্তফা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, জিগর গোসায়ে মুরতজা, দিলবন্দে ফাতিমা, সুলতানে কারবালা, সায়্যিদুশ শোহাদা, ইমামে আলী মকাম, ইমামে আর্‌শে মকাম, ইমামে হুমাম, ইমামে তৃষ্ণায়ে কাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর আপাদমস্তক কারামতে ভরপুর ছিল। এমনকি তাঁর শুভ জন্মগ্রহণও কারামতে ভরপুর ছিল। হযরত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

সায়্যিদি আরিফ বিল্লাহ নূর উদ্দীন আবদুর রহমান জামী رَحۡمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیۡهِ **"শাওয়াহেদুন নুবুওয়াত"** গ্রন্থে বলেছেন, "৪ঠা শাবানুল মুআজ্জাম ৪র্থ হিজরী রোজ মঙ্গলবার মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি মাত্র ছয় মাস পর্যন্ত তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন। মায়ের গর্ভে মাত্র ছয় মাস থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর জীবিত থাকার এ বিরল ঘটনা একমাত্র তাঁর ও সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া عَلَیۡهِ السَّلَام এর বেলায়ও ঘটেছিল।" অন্য কোন শিশুর বেলায় এরূপ নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছিল বলে ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নেই। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর শূভ জন্মগ্রহণটা ছিল একটি জ্বলন্ত কারামত।

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعۡلَمُ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَمُ (শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, পৃ-২২৮, মাকতাবাতুল হাকীকত, তুর্কী)

মারহাবা সারওয়ারে আলম কে পেচর আয়ে হেঁ, সায়্যিদা ফাতেমা কে লখতে জিগর আয়ে হেঁ
ওয়াহ্ কিস্‌মত কে ছেরাগে হারামাঈন আয়ে হেঁ, আয় মুসলমানো মুবারক কে হুসাইন আয়ে হেঁ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

পবিত্র কপালে নূরের ঝলক

হযরত আল্লামা জামী رَحۡمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیۡهِ আরো বর্ণনা করেন, "হযরত ইমাম আলী মকাম সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর শান এরূপ ছিল যে, যখন তিনি অন্ধকার রজনীতে কোথাও তাশরীফ নিতেন, তখন তাঁর পবিত্র ললাট ও উভয় পবিত্র গন্ডদেশ থেকে নূর ও আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হত। যার ফলে তাঁর চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যেত।"

(প্রাগুক্ত, পৃ-২২৮)

তেরি নছলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নুর কা,
তো হে আইনে নুর তেরা ছব গরানা নুর কা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কূপের পানি উপচে পড়ল

একদা সায়্যিদুনা ইমাম আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মদীনা মুনাওয়ারা হতে মক্কা মুকাররামাতে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মুতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। ইবনে মুতী তাঁকে বললেন, "হুজুর! আমার কূপটার পানি একেবারে কমে গেছে, দয়া করে আমার কূপের পানি বৃদ্ধির জন্য একটু দু'আ করুন। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর নিকট কূপটার পানি নিয়ে আসার জন্য বললেন। যখন বালতিতে করে পানি নিয়ে আনা হল, তিনি মুখ লাগিয়ে তা থেকে কিছু পানি পান করলেন এবং কিছু পানি দ্বারা কুলি করলেন এবং বালতির অবশিষ্ট পানি কূপে ঢেলে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। যখন বালতির অবশিষ্ট পানি কূপে ঢেলে দেয়া হল, তখন কূপের পানি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেল এবং আগের চেয়ে সুমিষ্ট হয়ে গেল।

(আত্ তাবকাতুল কুবরা, খন্ড-৫ম, পৃ-১১০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)

বাগে জান্নাত কে হে বাহরে মাদ্হা খানে আহলে বাইত
তুম কো মুজ্দা নার কা আই দুশমনানে আহলে বাইত

ঘোড়া বেয়াদবকে আগুনে নিক্ষেপ করল

ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমামে হুমাম, ইমামে তৃষ্ণায়ে কাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ১০ই মুহাররামুল হারাম, রোজ জুমাবার, ৬১ হিজরীতে ইয়াজিদ বাহিনীর জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে যখন কারবালা প্রান্তরে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর মজলুম কাফিলার তাবু সংরক্ষণের নিমিত্তে খননকৃত খন্দকে প্রজ্জলিত আগুনের দিকে ইঙ্গিত করে মালিক বিন উরওয়াহ নামক এক বেয়াদব ইয়াজিদী লাগামহীনভাবে বকাবকি করতে লাগল, "হে হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ! তুমি জাহান্নামের আগুনের পূর্বে এখানেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ।" তার কথার জবাবে হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

“كَذَّبْتَ يَا عَدُوَّ الله” হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার কি ধারণা, مَعَاذَ الله আমি দোযখে যাব?” ইমামে আলী মকামের কাফিলার একজন নিবেদিত প্রাণ যুবক হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন আওসাজা- সে নরাধম ইয়াজিদীর মুখে তীর নিক্ষেপের জন্য হযরত ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হযরত ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁকে তীর নিক্ষেপের অনুমতি না দিয়ে বললেন, “আমি আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করতে চাই না।”

অতঃপর ইমামে তৃষ্ণায়েকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হাত উত্তোলন করে **আল্লাহ**র দরবারে দোয়া করলেন, “**হে রাব্বে কাহ্হার**! আপনি এ পাপিষ্ঠকে পরকালে দোযখের আগুনের শাস্তি দেয়ার পূর্বে ইহকালেও আগুনের শাস্তি প্রদান করুন।” বেশি দেরী হল না, হযরত ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ দু’আ সাথে সাথেই বারগাহে **রাব্বুল ইজ্জতে** কবুল হয়ে গেল। সে নরাধমের ঘোড়ার পা মাটির একটি গর্তে পতিত হয়ে ঘোড়াটি প্রচন্ড বেগে ধাক্কা খেল। ফলে সে নরাধম দুরাচার ঘোড়ার পৃষ্ঠ হতে পড়ে ধরাশায়ী হল, তার পা দুটি ঘোড়ার রেকাবের সাথে আটকে গেল। ঘোড়া তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে সে খন্দকের লেলিহান আগুনে নিক্ষেপ করল। আর সে নরাপিশাচ আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তার এ করুন পরিণতি দেখে ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সিজদায়ে শোকর আদায় করলেন এবং **আল্লাহ** তায়ালার প্রশংসা করে বললেন, “**হে আল্লাহ**! আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, আপনি আমার চোখের সামনে রসূল পরিবারের একজন দুশমনকে শাস্তি দিলেন।” (সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-৮৮)

আহলে বাইত পাক ছে বে বাকীয়াঁ গেয়াঁ গুস্তাখিয়াঁ
লা’নাতুল্লাহি আলাইকুম দুশমনানে আহলে বাইত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কালো বিচ্ছু দংশন করল

রাসূল পরিবারের সদস্যদের সাথে ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের করুন ও মর্মান্তিক পরিণতি সাথে সাথে পরিলক্ষিত করার পরও বেয়াদব ইয়াজিদ বাহিনী তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ না করে বারবার এটাকে নিছক একটি দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে থাকে এবং রাসূল পরিবারের সদস্যদের সাথে বেয়াদবী ও গোস্তাকীর আরো চরম সীমায় পৌঁছতে থাকে। এরই পরম্পরায় আরেক বেয়াদব ইয়াজিদী ধৃষ্টতার চরম সীমায় পৌঁছে ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে লক্ষ্য করে বলে"হে হোসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ! **আল্লাহ**র রাসূলের صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে আপনার সম্পর্ক কী? তার এ অশালীন ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা শুনে ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মনে খুবই ব্যথা পেলেন। তাই তিনি ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে **আল্লাহ**র দরবারে দুআ করলেন, "হে রাব্বে জব্বার! আপনি এ নরাধমকেও শাস্তি প্রদান করুন। সাথে সাথেই মহান **আল্লাহ**র দরবারে তাঁর দু'আ কবুল হয়ে গেল। **আল্লাহ**র কাহ্হারীয়্যাতের প্রচন্ড আঘাতে সে দুর্বৃত্ত ধরাশায়ী হল। হঠাৎ তার পায়খানার হাজত হল। পায়খানার বেগ সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি সে ঘোড়া থেকে নেমে একদিকে দৌঁড়ে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসে পড়ল। হঠাৎ একটি কালো বিচ্ছু এসে তাকে দংশন করল। বিচ্ছুর বিষাক্ত ছোবলে সে অশৌচ অবস্থায় কাতরাতে লাগল এবং যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। অতঃপর তার বাহিনীর সম্মুখেই নিদারুণভাবে সে বেয়াদব প্রাণ হারাল। তারা এবারও এ ঘটনাকে নিছক একটি দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিল।

(প্রাগুক্ত, পৃ-৮৯)

আলী কে পেয়ারে খাতুনে কেয়ামত কে জিগর পেয়ারে
জমি ছে আসমাঁ তক দুম হে উন কি ছিয়াদত কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

হোসাইন বিদ্বেষীর তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মৃত্যু

মুজনী বংশোদ্ভূত ইয়াজিদ বাহিনীর এক পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি ইমামে আলী মকাম ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُ সামনে এসে এভাবে বকাবকি করতে লাগল, "দেখ, ফোরাত নদীর স্বচ্ছ পানি কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। খোদার কসম! তোমাকে এর এক ফোঁটা পানিও পান করতে দেবনা, তুমি এমনি তৃষ্ণার্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।" তার এ অহংকার পূর্ণ উক্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে ইমামে তৃষ্ণায়েকাম ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُ বারগাহে রব্বুল আনামে দুআ করলেন, "**হে আল্লাহ!** আপনি একেও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মৃত্যু দান করুন।" ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُ এর দু'আ সাথে সাথেই **আল্লাহ**র দরবারে কবুল হয়ে গেল। সে নরাধম মুজনীর ঘোড়া লাগাম ছিঁড়ে দৌড় দিল। ঘোড়াকে ধরার জন্য সেও ঘোড়ার পিছনে ছুটল। দৌড়াতে দৌড়াতে সে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। পিপাসার তীব্র জ্বালায় সে হায় পিপাসা! হায় পিপাসা! করে চিৎকার করতে লাগল। তার মুখের নিকট পানি নিয়ে পান করার জন্য বারবার চেষ্টা করার পরও সে এক ফোঁটা পানিও পান করতে পারল না। অবশেষে তীব্র পিপাসায় ছটপট করতে করতে সে মৃত্যু মুখে পতিত হল। (সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-৯০)

হাঁ মুজহ কু রাখহো ইয়াদ মে খায়দর কা পেছর হোঁ
আওর বাগে নবুওয়্যত কে সজর কা মে ছমর হোঁ
মে দিদায়ে হিম্মত কে লিয়ে নুরে নজর হোঁ
পিয়াছা হো মগর ছাকীয়ে কাওছার কা পেছর হোঁ

তর্কবিতর্কের কারামতপূর্ণ জবাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন, ইমামে আলী মকাম ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُ একজন কত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, অনুপম চরিত্র, মাহাত্ম্য ও অসাধারণ তিনি আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে এবং **আল্লাহ** তাআলার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

একজন মকবুল বান্দার আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাথে বেয়াদবী করা যে **আল্লাহ** তায়ালা পছন্দ করে না, বেয়াদবদের বিরুদ্ধে তাঁর কৃত দুআ সাথে সাথে কবুল হওয়া এবং তাদের শোচনীয় পরিণতি দেখেই তা সহজে অনুধাবন করা যায়। তাই তিনি দুআ করার সাথে সাথে মহান **আল্লাহ** তাআলা বেয়াদবদের চরম শাস্তি দিয়েছিলেন। তাঁর সমালোচনাকারী ও বিরুদ্ধাচারীরা উভয় জাহানে ঘৃণিত, লাঞ্চিত ও ধিক্কৃত হয়েছিল। তারা দুনিয়াতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং পরকালেও তারা কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে। তাই এতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। সদরুল আফাযিল হযরতে আল্লামা মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيۡهِ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর বিরুদ্ধাচারী কতিপয় দুর্বৃত্তের সাথে সাথে শোচনীয় পরিণতির কাহিনী বর্ণনা করার পর লিখেছেন, আওলাদে রাসূল صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জগত বাসীকে এ কথাও শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি **আল্লাহ**র মকবুল বান্দা ছিলেন এবং **আল্লাহ** তায়ালার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তা কুরআন হাদীসের অসংখ্য দলীল প্রমাণ দ্বারা যেভাবে স্বীকৃত, তাঁর অসংখ্য কারামত ও অলৌকিক ঘটনাবলীও **আল্লাহ**র নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এবং **আল্লাহ** তায়ালার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই তিনি তাঁর এ কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ দেখিয়ে বিরুদ্ধাচারীদের সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, "হে সমালোচনাকারীরা! তোমাদের যদি জ্ঞানের চক্ষু থাকে, তাহলে ভালভাবে দেখে নাও, যার দুআ **আল্লাহ** তায়ালার দরবারে মুহূর্তে কবুল হয়ে যায় তার বিরুদ্ধে লড়তে আসা অসীম ক্ষমতাধর **আল্লাহ**র সাথে লড়তে আসার শামিল। তাই এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকা তোমাদের জন্য সমীচীন হবে। কিন্তু সে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

নরপিশাচরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করল না। এ অস্থায়ী দুনিয়ার লোভ লালসার ভূত তাদের ঘাড়ে সাওয়ার হয়ে তাদেরকে অন্ধই বানিয়ে রাখল।

(সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নূরের স্তম্ভ ও সাদা সাদা পাখি

ইমামে আলী মকামের ইমামে হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ শাহাদাতের পর তাঁর পবিত্র শির মোবারক হতে অসংখ্য কারামত প্রকাশিত হয়েছিল। আহলে বাইতের কাফিলার অবশিষ্ট সদস্যরা ১১ই মুহাররামুল হারাম কুফায় পৌঁছে ছিলেন। এর আগেই শোহদায়ে কারবালাদের পবিত্র মস্তক মোবারক সমূহ তথায় পৌঁছানো হয়েছিল। ইমামে আলী মকামের ইমামে হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **পবিত্র শির মোবারক** যুগের কলঙ্ক, নরপিশাচ ইয়াজিদী খাওলী বিন ইয়াজিদের নিকট ছিল। সে পাষন্ড ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর পবিত্র মস্তক মোবারক নিয়ে রাত্রি বেলায় কুফায় পৌঁছেছিল। কিন্তু রাজ প্রাসাদের দরজা বন্ধ থাকায় সে মস্তক মোবারক নিয়ে তার বাড়ীতে চলে এল। সে দুর্বৃত্ত নূরানী মস্তক মোবারককে বেয়াদবীর সাথে মাটিতে রেখে একটি বড় পাত্র দ্বারা তা ঢেকে রাখল এবং তার স্ত্রী নওয়ারকে গিয়ে বলল, আমি তোমার জন্য আজীবনের ধনদৌলত নিয়ে এসেছি। তুমি গিয়ে দেখ, হোসাইন বিন আলীর মস্তক তোমার ঘরে পড়ে আছে। সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, "হে পাপীষ্ঠ! তোর উপর **আল্লাহ**র লানত বর্ষিত হোক, তুই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যা। মানুষেরা তো স্বর্ণ-রৌপ্য, মনি-মাণিক্য নিয়ে আনে, আর তুই আমার জন্য নিয়ে আনলি নূর নবীর দৌহিত্রেরই পবিত্র মস্তক। দূর হও! আমার নিকট থেকে, তুই দূর হও! খোদার কসম! আমি আর কখনো তোর সাথে থাকব না।" এ বলে নওয়ার তার শয্যা থেকে উঠে দাঁড়াল এবং যেখানেই সে নুরানী মস্তক মোবারক রাখা হয়েছিল সেখানে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

গিয়ে বসল। নওয়ার বর্ণনা, "খোদার কসম! আমি দেখতে পেয়েছিলাম, আসমান হতে সে বরতন পর্যন্ত একটি নূরের স্তম্ভ ঝলমল করছিল এবং সে বরতনের চতুষ্পার্শে সাদা সাদা পাখি উড়ছিল। যখন সকাল হল খাওলী বিন ইয়াজিদ সে নূরানী মস্তক মোবারক ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে গেল।

(আল কামিল ফিত তারিখ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৩৪)

বাহারোঁ পর হে আজ আরায়িশিঁ গুলজারে জান্নাত কি
ছুওয়ারি আনে ওয়ালি হে, শুহদানে মুহাব্বত কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাওলী বিন ইয়াজিদের নির্মম পরিণতি

দুনিয়ার ভালবাসা ও ধনসম্পদের মোহ মানুষকে চিরতরে অন্ধ করে ফেলে। ফলে সে জঘন্যতম কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু তাকে যে একদিন নির্মম পরিণতির শিকার হতে হবে তা সে ভুলে যায়। বদবখ্‌ত খাওলী বিন ইয়াজিদ দুনিয়ার লোভ লালসায় মোহিত হয়ে মজলুমে কারবালা সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পবিত্র মস্তক মোবারক তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি, সে নরাধমকে অত্যন্ত নির্মম ও নৃশংসভাবে এ দুনিয়া হতে চিরবিদায় নিতে হয়েছিল। তার নির্মম পরিণতির কথা শুনলে গা শিউরে ওঠে, অন্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর শাহাদাতের কয়েক বছর পর মুখতার সখফী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে অভিযান পরিচালনা করেন তার বর্ণনা দিয়ে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيه বর্ণনা করেন, মুখতার আদেশ জারি করল, কারবালাতে যারা ইয়াজিদের সেনাপতি আমর বিন সাআদ এর বাহিনীতে ছিল তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে হত্যা করার জন্য। মুখতারের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

এ আদেশ শুনে কুফার সাদ বাহিনীর বর্বর ও অত্যচারী সৈন্যরা বসরার দিকে পালাতে শুরু করল। মুখতারের সৈন্যরাও তাদের পিছু নিল। তারা যাকে যেখানে পেল সেখানে তাকে হত্যা করল, তাদের মৃত দেহ সমূহ আগুনে পুড়ে ফেলা হল এবং তাদের ঘর-বাড়ি লুণ্ঠন করা হল। খাওলী বিন ইয়াজিদ যে হযরত ইমামে আলী মকাম, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র মস্তক মোবারক তাঁর দেহ মোবারক হতে বিচ্ছিন্ন করেছিল সে নরাধমও মুখতারের বাহিনীর হাতে ধরা পড়ল। তাকে গ্রেফতার করে মুখতারের নিকট নিয়ে আনা হল। মুখতারের নির্দেশে তার হাত পা কেটে ফেলা হল, তাকে শূলে চড়ানো হল, অবশেষে তার মৃত দেহ আগুনে নিক্ষেপ করা হল এভাবে ইবনে সাআদ এর বাহিনীর সকল সৈন্যকে বিভিন্ন শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করা হল। ছয় হাজার কুফাবাসী যারা হযরত ইমামে আলী মকাম ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হত্যায় অংশ নিয়েছিল সকলকে মুখতার বিভিন্ন শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করে ছিল।

(সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-১২২)

আয় তিসনাগানে খুনে জাওয়ানানে আহলে বাইত
দেখা কেহ তুম কো জুলম কি কেইছি সাজা মিলি
কুত্তোঁ কি তরেহ লাশে তোমহারে ছাড়া কিয়ে
ঘুর পে বি নহ ঘুর তোমহারে জাঁ মিলি
রসওয়ায়ে খলক হো গেয়ে বরবাদ হো গেয়ে
মরদুদো তুম জিল্লত হার দো-সরা মিলি
তুম মে উজাড়া হযরতে জাহরা কা বুসতান
তুম খোদ উজড় গেয়ে তুমহিঁ ইয়ে বদ্ দোয়া মিলি
দুনয়া পরসতো দিন ছে মুহ মুড় কর তুমহে
দুনইয়া মিলি নহ আইশ তরব কি হাওয়া মিলি
আখের দেখায়া রংগ শহিদো কি খুন নে
ছর কাট গেয়ে আমা নহ তুমহে এক জারা মিলি
পায়ি হে কেয়া নঈম উনহোঁ নে আবি ছাজা
দেখে গে ওহ জাহীম মে জিছ দিন চাজা মিলি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

বর্শা বিদ্ধ মস্তক মুবারকের কুরআন তিলাওয়াত

হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আরকাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, যখন ইয়াজিদীরা হযরত ইমামে আলী মকাম সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র শির মোবারক বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করে কুফার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে আনন্দ করছিল তখন আমি আমার ঘরের বালাখানাতে ছিলাম। যখন পবিত্র মস্তক মোবারক আমার সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন আমি শুনতে পেয়েছিলাম, পবিত্র মস্তক মোবারক সূরা আল্ কাহাফের ৯ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করছেন।

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِیْمِ كَانُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا ﴿۹﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> "আপনি কি অবগত হয়েছেন যে, পাহাড়ের গুহা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারীরা আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো।"

(সূরা কাহাফ,পারা-১৫, আয়াত-৯) (শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, পৃ-২৩১)

অপর এক বুযুর্গ বর্ণনা করেন: যখন ইয়াজিদীরা পবিত্র মস্তক মোবারক বর্শা হতে নামিয়ে বদবখ্ত ইবনে যিয়াদের শাহী মহলে ঢুকল, তখন তাঁর পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় নড়তে দেখা গেল এবং তাঁর পবিত্র জবান মোবারক দ্বারা সূরায়ে ইব্রাহীমের ৪২ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনা গেল।

وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ۬ ؕ

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> "এবং নিশ্চয় আল্লাহকে অনবহিত মনে করো না, যালিমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে।"

(সূরা ইব্রাহিম,পারা-১৩, আয়াত-৪২) (রাওজাতুশ শোহদা মুতারজাম, খন্ড-২য়, পৃ-৩৮৫)

ইবাদত হো তো এইছি হো, তিলাওয়াত হো তো এইছি হো
ছরে সাব্বির তো নে-জে পে বি কুরআঁ ছুনাথা হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

মিনহাল বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, খোদার কসম! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যখন লোকেরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র শির মোবারক বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি দামেস্কে ছিলাম। পবিত্র শির মোবারকের সামনে এক ব্যক্তি সুরাতুল কাহাফ পড়ছিল। যখন সে সূরা কাহাফের পনের ৯নং আয়াতে পৌঁছল,

اَنَّ اَصۡحٰبَ الۡکَہۡفِ وَ الرَّقِیۡمِ ۙ کَانُوۡا مِنۡ اٰیٰتِنَا عَجَبًا ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:“পাহাড়ের গুহা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারীরা আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো।”

(সূরা কাহাফ,পারা-১৫, আয়াত-৯)

তখন **আল্লাহ** তাআলা সে পবিত্র মস্তক মোবারকে কথা বলার শক্তি দান করলেন।পবিত্র মস্তক মোবারক বলতে লাগলেন:

اَعۡجَبُ مِنۡ اَصۡحَابِ الۡکَہۡفِ قَتۡلِیۡ وَحَمۡلِیۡ অর্থাৎ -“আসহাবে কাহাফের হত্যার ঘটনার চেয়েও আমার হত্যা ও আমার মস্তক নিয়ে ঘোরাফেরা করা আরো অধিক বিস্ময়কর।” (শরহুস সুদূর, পৃ-২১২)

ছর শহীদানে মহব্বত কি হে, নাইজোঁ পর বুলন্দ
আউর যুঁছে কি খোদা নে ইজ্জ শানে আহলে বাইত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুল আফাযিল মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর রচিত **“সাওয়ানেহে কারবালা”** গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, “মূল কথা হল, আসহাবে কাহাফদের উপর কাফিররা অত্যাচার করেছিল। আর হযরত ইমামে আলী মকাম ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর নানাজানের উম্মতেরা মেহমান হিসাবে কুফাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অতঃপর তারা বিশ্বাস ঘাতকতা করে তাঁর পানি পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তাঁরই সামনে তাঁর পরিবার পরিজন ও সাথী সঙ্গীদের নৃশংসভাবে শহীদ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে নর পিশাচরা খোদ হযরত ইমামে আলী মকাম ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কেও শহীদ করে দেন। আহলে বাইত্দের বন্দী করে নিয়ে এসেছিল, পবিত্র শির মোবারককে বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করে শহরে শহরে পরিভ্রমণ করে খুশিতে আত্নহারা হয়েছিল, এর চেয়ে বর্বরতা ও পৈশাচিকতা আর কি হতে পারে! আসহাবে কাহাফরা শত শত বছর নিদ্রা মগ্ন থাকার পর কথা বলেছিল, ইহা অবশ্যই আশ্চর্যজনক। কিন্তু পবিত্র শির মোবারক দেহ মোবারক হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরপরই কথা বলা আরো অধিক বিস্ময়কর ছিল। (সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-১১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রক্ত দিয়ে লিখা কবিতা

কুলাঙ্গার ইয়াজিদের নরপিশাচ সৈন্যরা কারবালার শহীদদের পবিত্র মস্তক মোবারক সমূহ নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা এক স্থানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিল। হযরত সায়্যিদুনা শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْه লিখেছেন, বিশ্রাম নিয়ে তারা খেজুরের শরবত পান করছিল। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, তখন তারা মদ পান করছিল। এ মুহুর্তে একটি লোহার কলম আবির্ভূত হয়ে রক্ত দিয়ে নিম্নোক্ত ছন্দটি লিখে দিল-

اَتَرْجُوْا اُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنًا شَفَاعَةَ جَدِّهٖ يَوْمَ الْحِسَابِ

অর্থাৎ হোসাইন رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْه এর হত্যাকারীরা কি কখনো এ আশা পোষণ করতে পারে যে, কিয়ামত দিবসে তাঁর নানাজান তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? **অপর বর্ণনায় আছে,** হুজুর সারওয়ারে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আবির্ভাবের ৩০০ বছর পূর্বেই এ ছন্দটি একটি পাথরে লিখা পাওয়া গিয়েছিল। (আস সাওয়ায়েকুল মুহরাকা, পৃ-১৯৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

পবিত্র মস্তক মুবারকের কারামত দেখে পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ

এক খ্রীষ্টান পাদ্রী তার গীর্জা থেকে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পবিত্র মস্তক মোবারক নিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "ইহা কার মস্তক?" তারা বলল, "ইহা হোসাইনেরই মস্তক।" পাদ্রী বলল, "তোমরা খুবই নিকৃষ্ট লোক। দশ হাজার আশরাফির বিনিময়ে এ পবিত্র মস্তক মোবারক আমার নিকট এক রাতের জন্য রাখতে তোমরা কি রাজী আছ?" সে লোভীরা তাতে রাজী হয়ে গেল এবং দশহাজার আশরাফী নিয়ে পাদ্রীকে এক রাতের জন্য পবিত্র মস্তক মোবারক দিয়ে দিল।

পাদ্রী তাদের নিকট থেকে পবিত্র মস্তক মোবারক নিয়ে ভালভাবে ধৌত করল। এতে সুগন্ধি লাগাল এবং সারারাত তা কোলে নিয়ে জাগ্রত রইল। রাতে সে মস্তক মোবারকের এক বিস্ময়কর কারামত দেখে হতবাক হয়ে গেল। সে দেখতে পেল, একটি নূরের জ্যোতি মস্তক মোবারক হতে আসমান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল। পাদ্রী এ অলৌকিক ঘটনা দেখে সারারাত ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিবাহিত করল। যখন সকাল হল সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। সে গীর্জার, ধন সম্পদ সবকিছু পরিত্যাগ করে তার বাকী জীবন আহলে বাইতের খিদমতে উৎসর্গ করে দিল।

(আস সাওয়ায়েকুল মুহরাকা, পৃ-১৯৯)

দওলতে দিদার পায়ি পাক জানে বেছ কর
কারবালা মে খোভী ছমকী দুঃখানে আহলে বাইত

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দিরহাম-দিনার কংকর হয়ে গেল

ইয়াজিদীরা ইমামে আলী মকাম, ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ এর সৈন্যদের এবং তাদের তাবু সমূহ লুণ্ঠন করে যে দিরহাম-দিনার পেয়েছিল

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এবং পাদ্রী থেকে যে আশরাফী নিয়েছিল তা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করার জন্য যখন থলের মুখ খুলল, তখন দেখতে পেল সব দিরহাম-দিনার কংকরে পরিণত হয়ে গেছে এবং তার এক প্রান্তে সুরা ইব্রাহীমের ৪২ নং আয়াত

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং নিশ্চয় **আল্লাহ**কে অনবহিত মনে করো না, যালিমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে।"

(সূরা ইব্রাহিম,পারা-১৩, আয়াত-৪২)

এবং অপর প্রান্তে সূরা আশ শুআরা ২২৭ নং আয়াত লিখা ছিল।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَیَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿۲۲۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এখন যালিমগণ জানতে চায় যে, কোন্ পার্শ্বের উপর তারা পলট খাবে।"

(আস সাওয়ায়েকুল মুহরাকা, পৃ-১৯৯)

তুনে উজাড়া হযরতে জাহরা কা বুসতান,
তু খোদ উজড় গেয়ে তুমহে ইয়ে বদ-দোয়া মিলি।
রুসওয়ায়ে খালক হো গেয়ি বরবাদ হো গেয়ে,
মরদুদোঁ তুম কো জিল্লতে হার দো-ছরা মিলি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইহা কুদরতের পক্ষ থেকে একটি বাস্তব শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। কুদরত তাদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল যে, হে বদবখ্তরা! তোমরা এ নশ্বর জগতের লোভ লালসায় মত্ত হয়ে দ্বীন-ধর্ম বিমুখ হয়ে পড়েছিলে এবং রাসূলের পরিবার পরিজনের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলে। তোমরা স্মরণ রাখ! ধর্ম হতে তোমরা একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলে এবং যে নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লোভ লালসায় ও মোহিত হয়ে তোমরা ইতিহাসের এ নিষ্ঠুরতম বর্বরতম হত্যাকান্ড

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ঘটিয়েছিলে, দুনিয়াও তোমাদের হস্তগত হল না এবং আখিরাতও সর্বনাশ।

দুনিয়া পুরুস্তো দ্বিন ছে মুহ মুড় কর তোম হে,
দুনিয়া মিলি নহ আইশ তরফ কি হাওয়া মিলি।

ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানেরা যখনই দ্বীন ধর্মের পরিবর্তে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছিল, তখনই তারা এ বেওফা দুনিয়া হতে হাত ধুয়ে বসেছিল। আর যারা এ দুনিয়াকে লাথি মারতে পেরেছিল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধি বিধানের উপর অটল ছিল এবং দ্বীন ও ঈমান হতে বিমূখ হয়ে পড়েনি বরং নিজের কার্য ও আমল দ্বারা সর্বদাই ইহাই প্রমাণ করে গিয়েছিল যে,

ছর কাটে কুম্ভা মেরে ছব কুছ লুটে
দামানে আহমদ নাহ হাতো ছে ছুটে

দুনিয়াও তাদের পিছু ছাড়লনা, দুনিয়ার ধন সম্পদ সবই তাদের হস্তগত হল এবং তারাই উভয় জগতে সফলকাম হতে পেরেছিল। আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيه খুবই সুন্দর বলেছেন ঃ

ওহ্ কেহ ইছ কা দরকা হুয়া খলকে খোদা উছ কি হুয়া,
ওহ্ কেই ইছ দর ছে ফিরা আল্লাহ উছ ছে ফির গেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সে নূরানী মস্তক কোথায় সমাহিত করা হয়েছিল?

ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه এর সে পবিত্র নূরানী মস্তক কোথায় সমাহিত করা হয়েছিল, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী ও হযরত সায়্যিদুনা শাহ্ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيهِمَا বলেন, ইয়াজিদ কারবালার বন্দীদের এবং ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সে পবিত্র নূরানী মস্তক মদীনা মুনাওয়ারাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে কাফন দিয়ে জান্নাতুল বকীতে হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা যোহ্‌রা বা হযরতে সায়্যিদুনা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ এর সমাধির পাশেই সে পবিত্র নূরানী মস্তক মোবারক সমাহিত করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, কারবালার বন্দীরা চল্লিশ দিন পর কারবালা প্রান্তরে এসে সে পবিত্র মস্তক মোবারক দেহ মোবারক সহ কারবালাতে সমাহিত করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বদবখ্ত ইয়াজিদ নির্দেশ দিয়েছিল যে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র মস্তক মোবারক বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করে বিভিন্ন শহরের অলিগলিতে পরিভ্রমণ করার জন্য। পরিভ্রমণকারীরা এ পবিত্র মস্তক নিয়ে যখন আসকলান পৌঁছল, তখন সেখানকার তৎকালীন আমীর তাদের নিকট থেকে সে পবিত্র মস্তক মোবারক নিয়ে তথায় দাফন করেছিলেন। যখন আসকলানে ফিরিঙ্গী সম্প্রদায় জয়লাভ করল, তলায়েঈ বিন রিয্যিক নামক জনৈক ব্যক্তি (যাকে সালেহ বলা হত), ফিরীঙ্গীদের নিকট থেকে ত্রিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে সে নূরানী মস্তক মোবারক নিয়ে নিলেন। তিনি তাঁর সৈন্য সামন্ত, চাকর-বাকর সহ ৮ই জমাদিউল আখির ৫৪৮ হিজরী, রোজ রবিবার খালিপায়ে সে পবিত্র মস্তক মোবারক নিয়ে **আসকলান** হতে মিসর চলে আসলেন। তখনও সে পবিত্র মস্তক মোবারকের রক্ত টাটকা তাজা ছিল এবং তা হতে মেশকের ন্যায় সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি সবুজ রেশমের একটি থলেতে সে মস্তক মোবারক ভরে **আবনুস** কাঠের তৈরী একটি কুরসীর উপর রেখে এর নিচে ও চার পার্শ্বে এর সমপরিমাণ মেশকআম্বর ও সুগন্ধি রেখে তা সমাহিত করলেন এবং এর উপর **"মাসহাদে হোসাইনী"** নামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করলেন। যা খানে খলিলীর নিকটবর্তী **"মাসহাদে হোসাইনী"** নামে আজও প্রসিদ্ধ।

(শামে কারবালা, পৃ-২৪৬)

কিছ শকী কি হে হুকুমত হায় কিয়া আন্ধীর হে
দিন দোহাড়ে লুট রাহাহে কারওয়ানে আহলে বাইত

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

পবিত্র মস্তক মোবারকের সমাধি যিয়ারত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ফাত্তাহ্ বিন আবু বকর বিন আহমদ শাফেয়ী খালুতী رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیْه তাঁর রচিত **'নুরুল আইন'** রিসালাতে বর্ণনা করেন, শায়খুল ইসলাম শামসুদ্দিন লক্কানী رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیْه যিনি তৎকালীন যুগে মালেকী মাযহাবের শিক্ষাগুরু ছিলেন, সর্বদা **মাসহাদে হোসাইনী**তে পবিত্র মস্তক মোবারকের যিয়ারতের জন্য গমন করতেন। তিনি বলতেন, হযরত ইমামে আলী মকাম, ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه এর পবিত্র মস্তক মোবারক এখানে অবস্থিত। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিহাব উদ্দীন হানাফী رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیْه বলেন, আমি **'মাসহাদে হোসাইনী'** যিয়ারত করেছিলাম, কিন্তু আমার সন্দেহ জাগল তথায় পবিত্র মস্তক মোবারক আছে কিনা? হঠাৎ আমার চোখে ঘুম চলে এল, আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি নকিবের আকৃতিতে পবিত্র মস্তক মোবারকের নিকট থেকে বের হয়ে **হুজুর পুর নুর, শাফিয়ে ইয়াউমুন নুশুর নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুজরা মোবারকে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং **হুজুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে লাগলেন, "**হে আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আহমদ বিন খালবী ও আবদুল ওয়াহ্হাব আপনার শাহজাদা ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه এর পবিত্র মস্তক মোবারকের সমাধি যিয়ারত করেছেন। তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْهُمَا وَاغْفِرْ لَهُمَا অর্থাৎ "হে **আল্লাহ**! আপনি তাঁরা উভয়ের যিয়ারত কবুল করুন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।"

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিহাব উদ্দীন হানাফী رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیْه বলেন, সেদিন হতে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে হযরত ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মস্তক মোবারক এখানেই আছে। অতঃপর আমি মৃত্যু পর্যন্ত সে পবিত্র মস্তক মোবারকের যিয়ারত করা ত্যাগ করিনি। (শামে কারবালা, পৃ-২৪৭)

উন কি পাকী কা খোদায়ী পাক করতা হে বয়ান
আয়ায়ে তাথহীর ছে জাহের হে শানে আহলে বাইত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

পবিত্র মস্তক মোবারকের সালামের জবাব

হযরত সায়্যিদুনা শেখ খলিল আবুল হাসান তমারসী رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیه পবিত্র মস্তক মোবারকের যিয়ারতের জন্য যখন মাসহাদে হোসাইনীতে উপস্থিত হতেন, তখন তিনি বলতেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اِبْنَ رَسُوْلِ الله অর্থ: **হে আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নয়নমনি! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক সাথে সাথে কবর থেকে জবাব আসত, وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا اَبَا الْحَسَن অর্থ: হে আবুল হাসান! আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। একদিন তিনি সালামের জবাব না পেয়ে খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন এবং যিয়ারত শেষ করে তিনি বাড়িতে চলে এলেন। পরদিন তিনি পুনরায় সেখানে গিয়ে সালাম জানালেন এবং কবর থেকে যথারীতি সালামের জবাবও শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া সায়্যিদি! গতকাল আপনার সমধুর জবাব থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কারণ কি?" বললেন, "হে আবুল হাসান! গতকাল এ সময় আমি আমার নানাজান **রহমতে আলামিয়ান নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং তাঁর সাথে আলাপরত ছিলাম তাই জবাব দিতে পারিনি।" (শামে কারবালা, পৃ-২৪৭)

জুদা হোতি হে জানে জিছিম ছে জানা ছে মিলতে হে,
হোয়ি হে কারবালা মে গরম মজলিসে ওয়াসাল ওফুরকত কি।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیه বর্ণনা করেন, সুফী সাধকদের মতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন এর পবিত্র নূরানী মস্তক মোবারক **মাসহাদে হোসাইনী**তে অবস্থিত। শায়খ করিম উদ্দীন খালুতী رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیه বর্ণনা করেন, আমি **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে **মাসহাদে হোসাইনী**তে পবিত্র মস্তক মোবারকের যিয়ারত করেছিলাম। (প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৮)

ইছি মন্‌জর পে হার জানিব ছে লাখো কি নিগাহে হেঁ,
ইছে আলম কো আখিঁ তক রেহি হে ছারে খলকত কি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

পবিত্র মস্তক মোবারকের আশ্চর্যজনক বরকত

বর্ণিত আছে যে, মিসরের অধিপতি সম্রাট নাসিরকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানানো হল যে, সে শাহী মহলের কোন স্থানে গুপ্তধন আছে তা জানে, কিন্তু কাউকে বলে না। সম্রাট তার থেকে গুপ্তধন সম্পর্কে তথ্য বের করার জন্য তাকে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। যাকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, সে তাকে গ্রেফতার করল এবং তার মাথার উপর কয়েকটি গোবরে পোকা এবং এর উপর কয়েকটি লাক্ষা পোকা রেখে কাপড় দ্বারা মাথা বেঁধে দিল। ইহা এমন এক ধরনের শাস্তি যা কোন মানুষ এক মিনিটও সহ্য করতে পারে না। যাকে এধরনের শাস্তি প্রদান করা হয় তার মস্তিষ্কের চামড়া বিদীর্ণ হতে থাকে। ফলে তীব্র যন্ত্রণায় সে গোপন তথ্য তাড়াতাড়ি বলে দেয়। আর যদি না বলে, তাহলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, তাকে এ শাস্তি কয়েকবার প্রদান করার পরও তার মধ্যে এর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না এবং তাকে বিন্দুমাত্রও ঘায়েল করতে পারল না বরং প্রত্যেকবার পোকাগুলোই মারা গেল। লোকেরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, যখন হযরত ইমামে আলী মকাম সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র মস্তক মোবারক মিশরে আনা হয়েছিল, اَلحَمْدُ لِلّٰہِ আমি ভক্তি সহকারে, শ্রদ্ধাভরে তা আমার মাথার উপর নিয়েছিলাম। সে পবিত্রাত্মার পবিত্র মস্তক মোবারকের বরকত ও কারামতের কারণে আমার মধ্যে শাস্তির কোন ক্রিয়া অনুভূত হল না। (শামে কারবালা, পৃ-২৪৮)

ফুল জখমো কি খিলায়ি হে হাওয়ায়ে দোস্ত নে,
খুন ছে ছিঁনচা গেয়া হে গুলিস্থানে আহলে বাইত।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

বিষাক্ত কীটসমূহের পরিচিতি

জানা গেল যে, বরকতময় বস্তু শ্রদ্ধাভরে মাথার উপর রাখলে উভয় জগতে সফলতা লাভ করা যায়। বর্ণিত কাহিনীতে গোপন তথ্য বের করার জন্য শাস্তির উপকরণ হিসাবে মাথার উপর যে দুটি পোকা রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আপনাদের সম্মুখে পেশ করা হল।

خَنَافِس ইহা خُنْفَسَا এর বহুবচন। ইহা এমন এক ধরনের পোকা যা গোবর ও আবর্জনাময় স্থানে জন্ম নিয়ে থাকে, এর রং সচরাচর কাল এবং এর দুটি শিং থাকে। উর্দূতে একে **"গোবরিলা"** এবং বাংলায় **গোবরে পোকা** বলা হয়। **কিরমিয** ছোট চনার সমান লাল রঙের রেশমের মত এক ধরনের পোকা। যা সাধারণত বর্ষাকালে বন জঙ্গলে জন্ম নিয়ে থাকে। একে শুকিয়ে রেশম রঙানোর জন্য লাল রং তৈরী করা হয়। এর দ্বারা ঔষধও তৈরী করা হয় এবং এর তৈলও পাওয়া যায়। উর্দূতে একে **"বিরবহুটি"** এবং বাংলায় **লাক্ষা পোকা** বলা হয়। তৎকালীন যুগে অপরাধের স্বীকারোক্তির জন্য অপরাধীকে এ ধরনের শাস্তি প্রদান করা হত। মাথার উপর প্রথমে গোবরে পোকা রেখে তারপর এর উপর লাক্ষা পোকা রেখে কাপড় দ্বারা অপরাধীর মাথা বেঁধে দেয়া হত। গোবরে পোকা মাথার খোল কেটে কেটে তাতে ছিদ্র করে দিত। আর সে ছিদ্রগুলোতে লাক্ষা পোকার টুকরা ও গলিত পানি প্রবেশ করে মস্তিষ্কের পর্দা ও রগসমূহ ফেটে যেত। ইহা এমনই এক অসহনীয় শাস্তি ছিল, যার তীব্র যন্ত্রণায় অপরাধী তাড়াতাড়ি অপরাধ স্বীকার করে ফেলত। এ লোমহর্ষক শাস্তির কথা শুনলে মানুষের গা শিউরে ওঠে। ফলে এর আলোচনার মাঝে এর চেয়েও কঠিন ও ভয়ানক পরকালের শাস্তির কথা তার মনে পড়ে। হায়! সে বিষাক্ত কীট পতঙ্গগুলোর দংশন যখন আমাদের কেউ এক সেকেন্ডের জন্যও বরদাশত করতে পারছেনা, তাহলে কিভাবে কবর ও জাহান্নামে অগণিত সাপ বিচ্ছুর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

দংশনকে সহ্য করতে পারবে? আল্লাহ না করুক; যদি একটি সামান্য গুনাহের কারণেও আমরা গ্রেফতার হই এবং একটি মাত্র বিচ্ছুও আমাদের মাথার উপর তুলে দেয়া হয়, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে?

দনগ মচ্ছর কা বিহ্ মুজ ছে তো ছাহা জাতা নিহি,
কবর মে বিচ্ছু কে দন্গ কেইছে ছহোনগা ইয়া রব।
আফওয়া কর আওর ছদা কে লিয়ে রাজি হো জা,
ইয়ে কারম হো গা তো জান্নাত মে রহোনগা ইয়া রব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র মস্তক মোবারকের ঝলক

এক বর্ণনাতে ইহাও আছে যে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه এর পবিত্র মস্তক মোবারক পাপাত্মা ইয়াজিদের রাজ কোষাগারেই সংরক্ষিত ছিল। উমাইয়া শাসক সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের রাজত্বকালে (৯৬-৯৯ হি:) তিনি জানতে পারলেন যে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه এর পবিত্র মস্তক মোবারক তাঁর রাষ্ট্রীয় কোষাগারেই সংরক্ষিত আছে। তাই তিনি সে পবিত্র মস্তক মোবারকের যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলেন। তখনও পর্যন্ত সে পবিত্র মস্তক মোবারকের হাড়গুলো সাদা রৌপ্যের ন্যায় চকচক করছিল। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সে পবিত্র মস্তক মোবারক বের করে তাতে সুগন্ধি লাগালেন এবং কাফন পরিয়ে মুসলমানদের কবরস্থানে তা সমাহিত করলেন। (তাহজীবুত তাহজীব, খন্ড-২য়, পৃ-৩২৬, দারুল ফিক্র, বৈরুত)

ছেহরে মে আফতাব নবুওয়্যত কা নুর থা,
আখে মে শানে ছওলতে ছরকার বো তুরাব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

নবীর সন্তুষ্টি লাভের রহস্য

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيه বর্ণনা করেন, এক রাত উমাইয়া শাসক সুলাইমান বিন আবদুল মালিক স্বপ্নযোগে **জনাবে রিসালাতে মাআব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দর্শন লাভে ধন্য হলেন। তিনি দেখলেন, **শাহিনশাহে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে খুবই স্নেহ মমতা করছিলেন। সকালে তিনি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট এ স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করলেন। হাসান বসরী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন, “সম্ভবত আপনি **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবার পরিজনের সাথে কোন সৌজন্য ও সৌহার্দমূলক আচরণ করেছেন।” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর পবিত্র মস্তক মোবারক ইয়াজিদের রাজকোষাগারে পেয়েছিলাম। আমি একে পাঁচটি কাফন পরিয়ে আমার অনুচর বর্গসহ এর নামাযে জানাজা পড়ে সমাহিত করেছিলাম।” হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন, “আপনার এ মহৎ কাজই চিরন্তন শাশ্বত মহান **আল্লাহর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র কারণ। (আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকা, পৃ-১৯৯)

মুস্তফা ইজ্জত বড়হানে কে লিয়ে তাজিম দে,
হে বুলন্দ ইখবাল তেরা দুদ মানে আহলে বাইত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র মস্তক মোবারকের সমাধিস্থল সম্পর্কে মতানৈক্যের সমাধান

খতিবে পাকিস্তান ওয়ায়েজে শিরী বয়ান, হযরত মওলানা আল-হাজ্ব, আল্ হাফেজ মুহাম্মদ শফি উকাড়বী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيه তাঁর রচিত **‘শামে কারবালা’** গ্রন্থে লিখেছেন, পবিত্র মস্তক মোবারকের সমাধিস্থল সম্পর্কে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

বিভিন্ন রেওয়ায়াত এসেছে এবং বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন স্থানে সে মস্তক মোবারক সমাহিত করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এসব রেওয়ায়াতের সমাধান ও মতানৈক্যের নিরসনকল্পে বলা যায়, মূলতঃ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র মস্তক মোবারক বিভিন্ন স্থানে সমাহিত করা হয়নি, বরং কারবালার বিভিন্ন শহীদদের মস্তক মোবারক বিভিন্ন স্থানে সমাহিত করা হয়েছিল। কেননা কারবালার ঘটনার পর ইয়াজিদের নিকট আহলে বাইতের সকল শহীদদের মস্তক মোবারক প্রেরণ করা হয়েছিল এবং একেক জনের মস্তক মোবারক একেক স্থানে দাফন করা হয়েছিল, কিন্তু কার মস্তক কোথায় দাফন করা হয়েছিল তা সঠিক জানা নেই। তাই প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অগাধ বিশ্বাসের কারণে বা অন্য কোন কারণে সকল সমাধিস্থলের নিসবত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি করা হয়েছে। (শামে কারবালা, পৃ-২৪৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ক্ষমা প্রাপ্তি থেকে নৈরাশ্যতার এক হৃদয় বিদারক কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সুলাইমান আ'মশ কুফী তাবেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہ বর্ণনা করেন, "একদা আমি বাইতুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ করতে গিয়েছিলাম। তওয়াফকালে আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, সে কাবা শরীফের গিলাফ জড়িয়ে বলতে লাগল, "**হে আল্লাহ!** আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না।" আমি তার এ আজব দু'আতে হতবাক হয়ে পড়লাম যে। سُبۡحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সে এমন কোন গুনাহ করল, যার ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা পর্যন্তও সে করতে পারছে না। কিন্তু আমি তওয়াফে ব্যস্ত থাকার কারণে তাকে তার এ নৈরাশ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। তওয়াফের দ্বিতীয় চক্করেও আমি তাকে অনুরূপ দু'আ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

করতে শুনলাম। তখন আমার আশ্চর্য আরো বেড়ে গেল। আমি তওয়াফ শেষ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এমন এক মহান পূণ্যভূমিতে রয়েছ, যেখানে বড় বড় গুনাহ্ও ক্ষমা হয়ে যায়। তুমি যদি **আল্লাহ** তায়ালার নিকট ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করতে থাক, তাহলে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশাও পোষণ কর। কেননা, **আল্লাহ** তায়ালা হলেন অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময়।" সে বলল, "হে **আল্লাহ**র বান্দা! আপনি কে? আমি বললাম, "আমি সুলাইমান আ'মশ" সে আমার হাত ধরে আমাকে এক দিকে নিয়ে গেল এবং বলল, "আমার গুনাহ অনেক বড়।" আমি বললাম, "তোমার গুনাহ কি আসমান জমিন, পাহাড়-পর্বত, আরশের চেয়েও বড়?" সে বলল, "হাঁ, আমার গুনাহ খুবই বড়। আফসোস! হে সোলাইমান! আমি সে সত্তরজন বদবখ্‌তের একজন যারা হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পবিত্র শির মোবারক পাপাত্মা ইয়াজিদের নিকট এনেছিল। পাপাত্মা ইয়াজিদ সে পবিত্র শির মোবারক শহরের বাইরে ঝুলিয়ে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। আবার তারই নির্দেশে সে পবিত্র শির মোবারক নামিয়ে স্বর্ণের একটি রেকাবীতে তার শয়নকক্ষে রাখা হয়েছিল। অর্ধরাতে পাপাত্মা ইয়াজিদের স্ত্রী ঘুম থেকে জেগে দেখল, ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পবিত্র মস্তক মোবারক হতে আসমান পর্যন্ত একটি নূরের দ্যুতি ঝকমক করছিল। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখে সে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং পাপাত্মা ইয়াজিদকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বল, "ওরে! ওঠে দেখ, আমি একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখছি। ইয়াজিদও সে নূরের দ্যুতি দেখতে পেল এবং স্ত্রীকে চুপ থাকতে বলল। যখন সকাল হল, সে পবিত্র শির মোবারক তার কক্ষ থেকে বের করে একটি সবুজ কাপড়ের তাঁবুতে রাখল এবং এর প্রহরায় সত্তর জন লোক তথায় নিয়োগ করল। সে (নিরাশ ব্যক্তি) বলল, আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। অতঃপর আমাদেরকে খাবার খেয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। যখন সূর্য অস্ত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

গেল এবং রাত অনেক হয়ে গেল আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেল। আমি দেখতে পেলাম, বিশাল এক মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল এবং তাতে প্রচন্ড গর্জন ও বিকট আওয়াজও শুনা গেল। অতঃপর সে মেঘখন্ড ক্রমান্বয়ে জমিনের নিকটবর্তী হয়ে জমিনের সাথে মিলে গেল এবং তা থেকে একজন ব্যক্তি বেরিয়ে এল যার পরনে ছিল জান্নাতের দুইটি বস্তু, আর তার হাতে ছিল একটি বিছানা ও কয়েকটি কুরসী। তিনি মাটিতে বিছানাটি বিছিয়ে তাতে কুরসীগুলো রাখলেন এবং ডাকতে লাগলেন, "হে আবুল বশর! হে আদি পিতা আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام! তাশরীফ আনুন।" অতঃপর একজন খুবই সুন্দর সুদর্শন বুজুর্গ তাশরীফ আনলেন এবং শির মোবারকের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "**আপনার উপর সালাম, হে আল্লাহর ওলি**! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে সালেহীনদের উত্তরসূরী! আপনি সফল হয়ে জীবিত থাকুন, কেননা আপনি শহীদ হয়েছেন নির্মমভাবে, পিপাসার্ত ছিলেন নির্দয়ভাবে, অবশেষে **আল্লাহ** তাআলা আপনাকে আমাদের সাথে মিলিত করেছেন। **আল্লাহ** তাআলা আপনার উপর সদয় হোন, আর আপনার হত্যাকারীদের ক্ষমা না করুন। আপনার হত্যাকারীদের জন্য রয়েছে ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নামের বিভীষিকাময় শাস্তি।" এ বলে সে পুন্যাত্মা বুজুর্গ তথা হতে সরে দাঁড়ালেন এবং সে কুরসী সমূহের একটিতে গিয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর কিছুক্ষণ পর আসমান হতে আরেকটি মেঘ এসে জমিনের সাথে মিলে গেল। আমি শুনলাম, একজন আহ্বানকারী আহ্বান করল, "হে **আল্লাহর** নবী! হে নূহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام! তাশরীফ আনুন।" হঠাৎ একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, ঈষৎ হলুদ বর্ণের অবয়ব বিশিষ্ট বুজুর্গ দুটি জান্নাতি পোশাক পরিধান করে তাশরীফ আনলেন এবং তিনিও প্রথম জনের মত শির মোবারককে সম্ভাষণ করে একটি কুরসীতে বসে পড়লেন। অতঃপর আরেকটি মেঘ এসে জমিনের সাথে মিলে গেল এবং তা হতে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আবির্ভূত হলেন। তিনিও অনুরূপ সম্ভাষণ করে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। অনুরূপ হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহও তাশরীফ আনলেন। তাঁরাও অনুরূপ সম্ভাষণ জানিয়ে কুরসীতে বসে পড়লেন। অতঃপর আরেকটি বিশাল মেঘখন্ড এসে জমিনের সাথে মিলে গেল এবং তা হতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا, হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতবা ও ফিরিশতারা তাশরীফ আনলেন। প্রথমে **মদীনার সুলতান, রহমতে আলামিয়ান সরওয়ারে যীশান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্র মস্তক মোবারকের নিকট তাশরীফ নিলেন। তিনি পবিত্র শির মোবারককে বুকে জড়িয়ে ধরে খুবই কাঁদলেন। তারপর সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতেমা যাহ্‌রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে মস্তক মোবারক দিলেন। তিনিও শির মোবারক বুকে জড়িয়ে ধরে খুবই বিলাপ করলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, শাহিনশাহে নবুওয়াত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এসে তাঁকে এভাবে সান্তনা জানালেনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَی الْوَلَدِ الطَّیِّبِ ' اَلسَّلَامُ عَلَی الْخَلْقِ الطَّیِّبِ ' اَعْظَمَ اللّٰہُ اَجْرَكَ وَاَحْسَنَ عَذَاءَكَ فِی ابْنِكَ الْحُسَیْنِ۔

অর্থাৎ- "আপনার উপর সালাম হে পূণ্যাত্মা পূতঃ পবিত্র সন্তান! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ দুলাল! **আল্লাহ** তা'আলা আপনাকে দান করুক অধিক অধিক সাওয়াব, আরো দান করুক আপনার আদরের দুলাল হোসাইনের এ ঈমানী পরীক্ষায় সর্বোত্তম ধৈর্য্য ধারণের শক্তি ও মনোবল।" অনুরূপ হযরত সায়্যিদুনা নুহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام, হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ ও এসে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

তাকে সান্তনা ও সমবেদনা জানালেন। অতঃপর **সরকারে ওয়ালা তাবার, বিইজনে পরওয়ারদিগার, দো জাহানের মালিকো মুখতার, শাহিনশাহে আবরার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কয়েকটি বাক্য বললেন। একজন ফিরিশতা **সরকারে মদীনা, সুলতানে বা'কারীনা, করারে কলবো সিনা, ফয়যে গাঞ্জীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এসে আরজ করলেন, “**হে আবুল কাসেম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এ হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক ঘটনাতে আমরাও মর্মাহত ও শোকাহত। এ ঘটনায় আমাদের অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গেছে, আমাদের কলিজা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। আমি দুনিয়া সংলগ্ন আসমানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। **আল্লাহ** তাআলা আমাকে আপনার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি যদি আমাকে আদেশ দেন, তাহলে আমি সে জালিমদের উপর আসমান নিপতিত করে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দেব।” অতঃপর আরেকজন ফিরিশতা এসে আরজ করলেন, **হে আবুল কাসেম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি সমূদ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। **আল্লাহ** তাআলা আমাকে আপনার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি যদি আমাকে আদেশ দেন তাহলে আমি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় দিয়ে তাদেরকে নিমিষের মধ্যে তছনছ করে দেব।” **সারকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, “হে ফিরিশতারা! এরূপ করা থেকে বিরত থাকুন।” হযরতে সায়্যিদুনা হাসান মুজতবা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه ঘুমন্ত প্রহরীদের দিকে ইঙ্গিত করে বারগাহে রিসালাতে আরজ করলেন, “নানাজান! এ ঘুমন্ত লোকেরাই আমার ভাই হোসাইনের মস্তক মোবারক কারবালা প্রান্তর হতে নরাধম ইয়াজিদের নিকট নিয়ে এসেছিল এবং তার আজ্ঞাবহ হয়ে সে পবিত্র শির মোবারকের প্রহরায় এখনও নিয়োজিত আছে।” তখন **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, “হে আমার প্রভূর ফিরিশতারা! আমার সন্তানের হত্যার প্রতিশোধে সে নরপিশাচদেরও হত্যা কর।” সে (নিরাশ ব্যক্তি) বলল, খোদার কসম! আমি দেখলাম, নিমিষের মধ্যেই আমার সমস্ত সঙ্গীদের জবাই করে দেয়া হল।

অতঃপর একজন ফিরিশতা আমাকে জবাই করার জন্য উদ্যত হলেন। তখন আমি চিৎকার দিয়ে ডাকলাম, “**হে আবু কাসেম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমাকে বাঁচান, আমার উপর সদয় হোন, **আল্লাহ** তা'আলা আপনার উপর সদয় হোক।” তখন **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফিরিশতাকে লক্ষ্য করে বললেন, “হে ফিরিশতা! তাকে জবাই না করে জীবিত রেখে দাও।” অতঃপর **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমিও কি সে সত্তর জনের মধ্যে ছিলে যারা মস্তক মোবারক এনেছিল?” আমি বললাম, “হ্যাঁ, আমিও ছিলাম।” অতঃপর **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর হস্ত মোবারক দ্বারা আমার ঘাড় চেপে ধরে আমাকে উপুর করে ফেললেন এবং বললেন, “ **আল্লাহ** তা'আলা তোমাকে না দয়া করুক না ক্ষমা করুক। **আল্লাহ** তাআলা তোমার হাড়গুলো দোযখের আগুনে দগ্ধ করুক।” ভাই এ কারণেই আমি **আল্লাহ**র রহমত হতে নিরাশ হয়েছি। হযরতে সায়্যিদুনা আ'মশ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তার নিকট থেকে এ কাহিনী শুনে বললেন, “ওহে বদবখ্‌ত! আমার নিকট থেকে তাড়াতাড়ি দূর হও। নইলে তোমার কারণে আমার উপরও আযাব নাযিল হবে।” (শামে কারবালা, পৃ-২৬৭-২৭০)

বাগে জান্নাত ছুড় কর আয়ি হে মাহবুবে খোদা
আয় জেহে কিসমত তোমহারি খুশতগানে আহলে বাইত

ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধন সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির মোহ মানুষের জীবনে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। আমার **প্রিয় আকা মদীনে ওয়ালে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বানীঃ “দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে, যতটুকু বিপজ্জনক নহে, ধন-সম্পদ ও মানমর্যাদার মোহ মানুষের ধর্মের জন্য তার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক।”

(সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৬৬, হাদীস নং-২৩৮৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

পাপাত্মা ইয়াজিদ ধন সম্পদ, প্রভূত্ব ও আধিপত্যের মোহে মোহিত হয়ে ইতিহাসের নিষ্ঠুর ও বর্বরতম কারবালার মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক হত্যাকান্ডের জন্ম দিয়েছিল। সে সর্বদা ইমামে আলী মকাম সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের ভয়ে শঙ্কিত ছিল। তাই সে নিজ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করনের হীন মানসে নিরাপরাধ আহ্‌লে বাইতদের গলায় ছুরি চালানোর জন্য তার নরপিশাচ হায়েনাদের কারবালা প্রান্তরে লেলিয়ে দিয়েছিল। তারা হত্যাযজ্ঞের তান্ডবলীলা চালিয়ে কারবালা প্রান্তরে রক্ত-গঙ্গা বইয়েছিল এবং ফোরাত নদীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছিল। অথচ এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নেতৃত্ব ও আধিপত্যের প্রতি সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ এর যে বিন্দুমাত্রও লোভ লালসা ছিলনা, তা সে নরপিশাচ ইয়াজিদ বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। তাই সে কারবালার নৃশংস হত্যাকান্ডের হোতা হিসাবে ক্বিয়ামত অবধি মুসলিম জাতির লানতের মালা গলায় পরে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ ক্ষমতার মসনদে আসীন না হয়েও মুসলিম জাতির হৃদয়ের মনিকোঠায় ইহকাল ও পরকালে একজন স্বনামধন্য রাজাধিরাজ হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল। **নূর নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৌহিত্র, মহাবীর হযরত আলীর তনয় ও মা ফাতেমার নয়নমনি হওয়া সত্ত্বেও কারবালা প্রান্তরে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করে তিনি মুসলিম জাতির অন্তরের অন্তস্থলে কিয়ামত অবধি চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

নহী শিমার কা ওয়হ শিতম রাহা, না ইয়াজিদ কি ওহ জাফা রহে
জু রাহা তো নামে হোসাইন কা জিছে জিন্দা রাখতি হে কারবালা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ইয়াজিদের মর্মান্তিক মৃত্যু

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ থেকে মুরসাল ভাবে বর্ণিত আছে যে, حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার ভালবাসাই সকল পাপের মূল। (আল জামেউস সাগীর লিস সুয়ূতী, পৃ-২২৩, হাদীস নং-৩৬৬২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)

পাপাত্মা ইয়াজিদের মন সর্বদাই এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভালবাসায় মদমত্ত ছিল। তাই সে দুনিয়ার লোভ লালসায় উন্মাদ হয়ে প্রভূত্ব, আধিপত্য, যশ-খ্যাতীর ফাঁদে আটকা পড়েছিল। সে নিজের করুন পরিণতির কথা ভুলে গিয়ে ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ও তাঁর সঙ্গীদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে তাঁদের রক্ত দ্বারা নিজ হস্ত রঞ্জিত করেছিল। যে নেতৃত্ব ও আধিপত্যের জন্য সে কারবালাতে জুলুম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের তান্ডবলীলা চালিয়েছিল। সে নেতৃত্ব আধিপত্যও বেশিদিন তার কাছে স্থায়ী ছিল না। বদনসীব ইয়াজিদ মাত্র তিন বৎসর ছয়মাস ক্ষমতার মসনদে বসে শাসনের নামে লাম্পট্য ও বদমায়েশি করে অবশেষে রবিউন নূর শরীফ, ৬৪ হিজরীতে শাম রাজ্যের হামস শহরে হুওয়ারিন অঞ্চলে ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (আল কামেল ফিত্ তারিখ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৬৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)

পাপাত্মা ইয়াজিদের মৃত্যুর একটি কারণ ইহাও বলা হয়ে থাকে যে, সে একজন রোমান বংশোদ্ভূত যুবতী মহিলার প্রেমের ফাঁদে আটকা পড়েছিল। কিন্তু সে মহিলা তাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করত। একদিন আমোদ-প্রমোদের বাহানা করে সে মহিলা ইয়াজিদকে একাকী সুদূর এক মরুভূমিতে নিয়ে গেল। সে মরুভূমির ঠান্ডা ও শীতল আবহাওয়া ইয়াজিদকে কাহিল ও অবসন্ন করে ফেলল। তাই সে মাতালের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর মহিলাও এ সুযোগ হাতছাড়া করল না। "যে পাপীষ্ট নিমক হারাম তার নবীর প্রিয় দৌহিত্রের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে কুণ্ঠিত হয়নি, সে আমার প্রতি কতটুকু ওফাদার হতে পারে।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

এ বলে সে যুবতী মহিলা তার চিক্‌চিকে শানিত খঞ্জর দ্বারা ইয়াজিদের মাংসল দেহ খন্ডিত বিখন্ডিত করে তা মরুভূমিতে ফেলে চলে আসল। কয়েকদিন যাবৎ তার মৃতদেহ চিল কাকের খোরাকে পরিণত ছিল। অবশেষে খবর পেয়ে তার অনুচরেরা তথায় পৌঁছে তার ক্ষতবিক্ষত লাশ একটি গর্তে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসল। (আওরাকে গম, পৃ-৫৫০)

ওহ তখত হে কিছ কবর মে ওহ তাজ কাঁহা হে
আয় খাক বাতা জুরে ইয়াজিদ আজ কাঁহা হে?

ইবনে যিয়াদের করুণ পরিণতি

হতভাগা ইয়াজিদের পদলেহী কুকুর চাটুকার ইবনে যিয়াদ, যে কারবালার প্রান্তরে গুলশানে রিসালাতের মাদানী পুষ্পদের ধুলিমলিন ও রক্তরঞ্জিত করেছিল, তারও করুন পরিণতি হয়েছিল। পাপাত্মা ইয়াজিদের পরে সবচেয়ে বেশি অপরাধি ছিল, কুফার সে নিষ্ঠুর বর্বর, স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ। সে নরাধমেরই নির্দেশে ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْه ও তাঁর আহলে বাইতদেরকে জুলুম নির্যাতনের নির্মম শিকারে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু কালের বিবর্তন সে নরাধমকেও রেহাই দিল না। যুগের আবর্তন বিবর্তনের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে সে নরাধমও ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মুখতার সাখফীর নির্দেশে তার সেনাপতি ইব্রাহীম বিন মালিক আসতারের বাহিনীর হাতে ফোরাত নদীর তীরে কারবালার ঘটনার মাত্র ৬ বৎসর পর ১০ই মুহাররামুল হারাম ৬৭ হিজরীতে সে নরাধম ইবনে যিয়াদ নির্মমভাবে নিহত হল। সৈন্যরা তার মস্তক কর্তন করে ইব্রাহীমের নিকট নিয়ে এল, আর ইব্রাহীম সে মস্তক কুফায় মুখতারের নিকট পাঠিয়ে দিল।

(সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-১২৩, সংক্ষেপিত)

জব সরে মাহশর ওহ পুছেনগে বুলা কে সামনে
কিয়া জাওয়াবে জুরুম দৌগে তুম খোদা কে সামনে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ইবনে যিয়াদের নাকে সাপ

কুফার শাহী প্রাসাদ সজ্জিত করা হল এবং যেখানে ৬ বৎসর পূর্বে ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ এর পবিত্র মস্তক মোবারক রাখা হয়েছিল সেখানেই ইবনে যিয়াদের অপবিত্র মস্তক রাখা হল। সে হতভাগ্য পাষন্ডের জন্য কান্নাকাটি করার মত কেউ ছিল না। বরং তার মৃত্যুতে সবাই আনন্দ উৎসব করছিল। সহীহ হাদীসে ইমারাহ্ বিন উমাইর হতে বর্ণিত আছে, "যখন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের মস্তক তার সাথীদের মস্তকের সাথে রাখা হয়েছিল তখন আমি সে মস্তক গুলো দেখার জন্য গিয়েছিলাম। হঠাৎ শোরগোল ও হৈ চৈ পড়ে গেল, 'এল এল'। আমি দেখলাম একটি ভয়ঙ্কর সাপ এসে মাথাগুলোর মাঝখানে অবস্থিত ইবনে যিয়াদের মস্তকের নাকের ছিদ্রে ঢুকে গেল এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বের হয়ে সাপটি অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর আবার শোরগোল পড়ে গেল, "এল এল" দুই তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটল।"

(সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৫ম, পৃ-৪৩১, হাদীস নং-৩৮০৫, দারুল ফিক্র, বৈরুত)

ইবনে যিয়াদ, ইবনে সা'দ, সীমার, কায়েস বিন আসআছ, কন্দী, খাওলী বিন ইয়াজিদ, সিনান বিন আনাস নখয়ী, আবদুল্লাহ বিন কায়েস, ইয়াজিদ বিন মালেক প্রমুখ হতভাগারা যারা হযরতে সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হত্যায় অংশ নিয়েছিল এবং যারা হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ছিল, তাদেরকে বিভিন্ন রকমের শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের লাশ সমুহ ঘোড়ার পা দ্বারা পদদলিত করা হয়েছিল।

(সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-১৫৮)

কত তলক তুম হুকুমত পে ইতরাও গি
কত তলক আখের গরীবোঁকো তড়পাও গে
জালেমো বাদ মরনে কি পছতাও গে
তুম জাহান্নাম কি হকদার হো জাও গে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

সত্য প্রমাণিত হল "মন্দের পরিণতি মন্দই"

মুখতার সাখফী তন্ন তন্ন করে ইয়াজিদীদের খুঁজে বের করে তাদের নিধন করে এ দুনিয়াকে ইয়াজিদী জঞ্জাল মুক্ত করল। সে জালিমদের জানা ছিল না যে, শহীদানের রক্ত একদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং ইয়াজিদীদের ক্ষমতার মসনদ নড়বড়ে করে তুলবে। জুলুম নির্যাতনের সে তখ্তে তাউস শহীদানের রক্তের প্রবল জোয়ারে ভেসে যাবে। যারা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ এর হত্যায় অংশ নিয়েছিল তাদের জানা ছিল না যে, তারাও একদিন নির্মম পরিণতির শিকার হয়ে ধ্বংসের অতল গহব্বর নিক্ষিপ্ত হবে। একদিন যে সে ফোরাতেরই তীর তাদের বধ্যভূমি হবে এবং সে ফোরাতেরই তীরে সে আশুরারই দিনে মুখতারের দুর্ধর্ষ অশ্ব তাদের দলিত মর্দিত করবে, সে জালিমদের তা জানা ছিল না। তাদের দলের সংখ্যাধিক্যতা যে তাদের কোন কাজে আসবে না, একদিন যে তাদের হাত-পা কর্তিত হবে, তাদের ঘর-দোর লুণ্ঠিত হবে, তাদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হবে, তাদের লাশ সমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ তাদের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করে তাদের ধ্বংসে আনন্দ মিছিল বের করবে, তা তাদের মোটেই জানা ছিল না। যুদ্ধের ময়দানে যদিও তাদের সৈন্য সামন্ত হাজারে পৌঁছতে পারে কিন্তু তারা যে প্রাণভয়ে কাপুরুষের মত পালাতে থাকবে এবং পলাতক ইঁদুর কুকুরের মত তাদের জান রক্ষা করা যে তাদের দুষ্কর হয়ে পড়বে, যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে সেখানেই যে তাদের হত্যা করা হবে, ইহকাল ও পরকালে তাদের উপর যে নিন্দা ও ধিক্কারের ঝড় বর্ষিত হবে, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের নেশায় মদমত্ত সে জালিমদের তা মোটেই জানা ছিল না। (সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-১২৫)

দেখে হে ইয়ে দ্বিন আপনে হী হাতো কি বদৌলত
ছচ হে কে বুরে কাম কা আনজাম বুরা হোতা হে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মুখতার নবুওয়াতের দাবী করে বসল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ব্যাপারে **আল্লাহ**র অদৃশ্য তদবীর কি তা কেউ জানেনা। মুখতার সাখফী যিনি ইমাম হোসাইনের হত্যাকারীদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে হত্যা করে হোসাইন প্রেমিকদের মনে তৃপ্তি ও প্রশান্তি দান করেছিল, সে বীর পুরুষের ঘাড়েও নবুওয়াতের স্পৃহার সে শয়তানী কুপ্রবৃত্তির ভূত সওয়ার হয়ে বসল। নিয়তির নির্মম পরিহাসে সে দুর্জেয় বীর পুরুষ নিজেকে একদিন নবী দাবী করে বসে এবং তার নিকট ওহী আসার ঘোষণা দিয়ে ইয়াজিদী নিধনের যাবতীয় কীর্তিকলাপ চিরতরে ম্লান করে দিল। (আস সাওয়ায়েকুল মুহরাকা, পৃ-১৯৮)

কুমন্ত্রণা

মানুষের মনে কুমন্ত্রণা জাগতে পারে, এতবড় জবরদস্ত আহলে বাইতের প্রেমিক কিভাবে গোমরাহ হয়ে মুরতাদ হয়ে যেতে পারে? একজন ভন্ড নবীর পক্ষেও কি এরূপ মহৎ কার্য সম্পাদন করা সম্ভব?

কুমন্ত্রণার চিকিৎসা

আল্লাহ তাআলা কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অদৃশ্য তদবীর সম্পর্কে আমরা সকলের ভয় করা উচিত। আমরা জানিনা আমাদের ভাগ্যলিপিতে কি আছে? দেখুন শয়তানও একজন জবরদস্ত আলিম, ফাজেল, জাহেদ ও আবিদ ছিল। সে হাজার হাজার বছর ইবাদত করে **আল্লাহ**র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিল এবং **"মুয়াল্লিমুল মালায়িকার"** উপাধিতে ভূষিত হয়েছিল কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানের ফলে আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে সিজদা করার **আল্লাহ**র আদেশ অমান্য করে সে চিরতরে কাফির ও অভিশপ্তে পরিণত হল। বলঅম বিন বাঊরাও একজন খ্যাতনামা আলিম, আবেদ, জাহেদ ও মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিল। তার নিকট ইসমে আজমের জ্ঞান থাকায় আধ্যাত্মিক বলে সে নিজ স্থানে বসে আরশে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আজিম পর্যন্ত দেখতেও সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে সেও বেঈমান হয়ে মৃত্যু বরণ করল এবং কিয়ামত দিবসে কুকুরের আকৃতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অনুরূপ ইবনে সাকাও একজন মেধাবী আলিম ও তার্কিক ছিল। কিন্তু সেও তৎকালীন যুগের গাউসের সাথে বেয়াদবী করার কারণে এক খ্রীষ্টান শাহজাদীর প্রেমে আসক্ত হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে ঈমান হারাল এবং বেঈমান হয়ে মৃত্যু বরণ করল। **আল্লাহ** তাআলা তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, আমি ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর হত্যার প্রতিশোধে সত্তর হাজার লোককে হত্যা করেছিলাম। আর আপনার দৌহিত্রের হত্যার প্রতিশোধে আমি তার দ্বিগুণ লোককে হত্যা করব।

(আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৮৫, হাদীস নং-৪২০৮)

ইতিহাস সাক্ষী, হযরতে সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে অন্যায়ভাবে হত্যার বদলা নেয়ার জন্য **আল্লাহ** তাআলা বুখ্‌তে নসরের মত খোদা দাবীকারী জালিম শাসককে মোতায়েন করেছিলেন। অনুরূপ হযরতে ইমামে আলী মকাম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه কে অন্যায়ভাবে হত্যার বদলা নেয়ার জন্য **আল্লাহ** তাআলা মুখতার সাখফীর মত একজন মিথ্যুক ও ভন্ডকে নিয়োজিত করে ছিলেন। তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। (শামে কারবালা, পৃ-২৮৫)

আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ও মুসলিহাত সম্পর্কে তিনি নিজেই ভাল জানেন। তিনি তাঁর ইচ্ছায় জালিমদের দ্বারাই জালিমদের নিপাত ও পরাভূত করে থাকেন। তিনি সুরাতুল আনআমের ১২৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং এরূপেই আমি যালিমদের এক দলকে অন্য দলের উপর আধিপত্য দিয়ে থাকি তাদের কৃতকর্মের বদলা স্বরূপ।"

(পারা-০৮, সূরা-আল আনআম, আয়াত নং-১২৯)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হুজুর পুর নূর, শাফেয়ে ইয়াউমুননুশুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, নিশ্চয় **আল্লাহ** তাআলা লম্পট দ্বারাও এ দ্বীনে ইসলামের সাহায্য করে থাকেন। (সহীহ বুখারী, খন্ড-২য়, পৃ-৩২৮, হাদীস নং-৩০৬২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)

আল্লাহর গোপন তদবীরকে ভয় করা উচিত

আমাদের সর্বদা **আল্লাহ**র গোপন তদবীর সম্পর্কে ভয় করা উচিত। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, শান-শওকত ও শারীরিক শৌর্যবীর্যের অহংকার, লাগামহীন কথাবার্তা, ফাজলামি, বাকবিতন্ডা, দাম্ভিকতা প্রদর্শন ইত্যাদি থেকে বেচে থাকা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমাদের জানা নেই যে, **আল্লাহ**র ইলমে আমাদের স্থান কোথায়? তাই আমাদের চালচলন ও আচার আচরণ যেন কখনও এরূপ না হয়, যাতে আমাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। ঈমান হেফাজতের দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি করার জন্য **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতদের প্রগাঢ় ভালবাসা অর্জনের জন্য, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ,নিজকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্য, নেকী অর্জনের জন্য এবং অধিক অধিক সাওয়াব অর্জনের জন্য সকল ইসলামী ভাইদরে উচিত, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন **দাওয়াতে ইসলামী**র সুন্নতের প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফিলা**য় আশিক্বানে রাসূলদের সাথে সুন্নতে ভরা সফরে অংশগ্রহণ করা এবং প্রত্যেক ইসলামী ভাই দৈনন্দিন **ফিকরে মদীনা**র মাধ্যমে ৭২টি এবং প্রত্যেক ইসলামী বোন ৬৩টি **মাদানী ইনআমাতে**র কার্ড পূরণ করে তা নিজ নিজ যিম্মাদারের নিকট জমা দেয়া।

হে প্রভূ! শাহে খায়রুল আনাম, সাহাবায়ে কিরাম, মজলুম শহীদ ইমামে আলী মকাম এবং কারবালার সমস্ত শহীদান ও বন্দীদের অসিলায় আমাদের ঈমান হিফাযত রাখুন। কবর ও হাশরে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাদের বেহিসাব মাগফিরাত দান করুন। হে প্রভু!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সবুজ গুম্বজের ছায়াতলে **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়াতে ঈমান ও ক্ষমার সাথে আমাদের শাহাদাত নসীব করুন। জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন হওয়ার এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনার প্রিয় হাবীবের প্রতিবেশিত্ব লাভের সৌভাগ্য নসীব করুন।

আশুরার দিনের ফযীলত

আশুরার দিনের পঁচিশটি বৈশিষ্ট্য

(১) ১০ই মুহাররামুল হারাম আশুরার দিন হযরতে সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর তওবা কবুল হয়েছিল, (২) সে দিনই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, (৩) সে দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল, (৪) সেদিনই আরশ, (৫) কুরসী, (৬) আসমান, (৭) জমিন, (৮) সূর্য, (৯) চন্দ্র, (১০) নক্ষত্র ও (১১) জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছিল, (১২) সেদিনই সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জন্ম নিয়েছিলেন, (১৩) সেদিনই তিনি নমরুদের অগ্নিকুন্ড থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, (১৪) সেদিনই হযরতে সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং তাঁর উম্মতরা ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের সলিল সমাধি হয়েছিল, (১৫) সে দিনই হযরতে সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, (১৬) সে দিনই তাঁকে আসমানে উত্তোলন করা হয়েছিল, (১৭) সেদিনই হযরতে সায়্যিদুনা নুহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কিস্তি জুদী পাহাড়ে গিয়ে ভিড়ে ছিল, (১৮) সেদিনই হযরতে সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, (১৯) সেদিনই হযরতে সায়্যিদুনা ইউনুস عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে মাছের পেট হতে মুক্তি দেয়া হয়েছিল, (২০) সেদিনই হযরতে সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন, (২১) সেদিনই হযরতে সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে গভীর কূপ থেকে বের করা হয়েছিল, (২২) সেদিনই হযরতে সায়্যিদুনা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

আইয়ুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে আরোগ্য দান করা হয়েছিল, (২৩) সেদিনই আসমান হতে জমিনে সর্বপ্রথম বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, (২৪) সে দিনের রোজাই পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল, এমনকি ইহাও বলা হয়ে থাকে যে, রমজানুল মুবারকের রোজার পূর্বে আশুরার রোজাই ফরয ছিল, অতঃপর রহিত করে দেয়া হয়। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৩১১), (২৫) ইমামুল হুমাম, ইমামে তৃষ্ণায়ে কাম সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে তাঁর শাহজাদা ও সঙ্গীগণসহ তিনদিন অভুক্ত রাখার পর সে আশুরার দিনেই অত্যন্ত নির্মম ও নৃশংসভাবে শহীদ করা হয়েছিল।

মুহাররামুল হারাম ও আশুরার দিনের রোজার পাঁচটি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **হুজুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, রসূলে মুহতাশাম, শাফিয়ে উমাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, “রমযানের রোজার পর মুহাররামের রোজাই সর্বোত্তম। আর ফরয নামাযের পর রাত্রিবেলার নফল নামাযই উত্তম।” (সহীহ মুসলিম, পৃ-৮৯১, হাদীস নং-১১৬৩)

(২) **আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়াময় ইরশাদঃ “মুহার্‌রামের প্রত্যেক দিনের রোজা এক মাসের রোজারই সমতুল্য।” (তাবরানী ফিস সাগীর, খন্ড-২য়, পৃ-৮৭, হাদীস নং-১৫৮০)

আশুরার দিনের রোজা

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, **আমি সুলতানে দো-জাহান শাহিনশাহে কওনো মকান, রহমতে আলামিয়ান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আশুরার দিনের রোজা ও রমযান মাসের রোজা ব্যতীত অন্য কোন দিন বা মাসের রোজাকে গুরুত্ব দিয়ে খোঁজখবর নিতে দেখিনি। (সহীহ বুখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৫৭, হাদীস নং-২০০৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

ইহুদীদের বিরোধীতা কর

(৪) **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, শাহিনশাহে নুবুওয়ত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "তোমরা আশুরার দিনের রোজা রাখ এবং এতে ইহুদীদের বিরোধীতা কর। আশুরার দিনের আগের দিন বা পরের দিনও রোজা রাখ।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-১, পৃ-৫১৮, হাদীস নং-২১৫৪)

আশুরার দিনের রোজার সাথে ৯ই মুহররম বা ১১ই মুহররমের রোজা রাখাও উত্তম।

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আমার বিশ্বাস, আশুরার দিনের রোজা দ্বারা **আল্লাহ** তাআলা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মার্জনা করে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৯০, হাদীস নং-১১৬২)

সারা বছর চোখে অসুখ হবে না

খ্যাতনামা মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বর্ণনা করেন, মুহার্‌রমের নয় ও দশ তারিখে রোজা রাখলে অসীম সাওয়াব পাওয়া যাবে। ১০ই মুহার্‌রম নিজ পরিবার পরিজনদের ভাল খাবার পরিবেশন করলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সারা বছর আয় রোজগারে প্রচুর বরকত হবে এবং পরিবারে কোন অভাব অনটন থাকবে না। সর্বোত্তম হল খিচুরি পাক করে তা হযরতে শহীদে কারবালা সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর নামে ফাতেহা দেয়া, তা খুবই ফলপ্রসু। ১০ই মোহররম গোসল করলে সারা বছর اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রোগ ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকবে। কেননা সেদিন জমজমের পানি সারা দুনিয়ার পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৪২, কোয়েটা, ইসলামী জিন্দেগী, পৃ-৯৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

সারকারে কায়েনাত, শাহে মওজুদাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আশুরার দিন ইসমদ নামক সুরমা নিজ চোখে লাগাবে, তার চোখে কখনও অসুখ হবে না।"

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৭, হাদীস নং-৩৭৯৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে হাসাহাসির শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুজুরে পাক সাহিবে লাওলাক, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে, اَلضَّحِكُ فِي الْمَسْجِدِ ظُلْمَةٌ فِي الْقَبْرِ অর্থাৎ "মসজিদে হাসাহাসি করা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে।"

(আল ফিরদাউস বিমাসুরীল খিতাব, খন্ড-২য়, পৃষ্টা-৪৩১, হাদীস নং-৩৮৯১, দারুল ফিকির, বৈরুত)

জাহান্নামের দরজায় নাম

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাইদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে,

مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا كُتِبَ اسْمُهٗ عَلٰى بَابِ النَّارِ فِيْمَنْ يَدْخُلُهَا

অর্থাৎ ঃ- "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি নামাযও কাযা করবে, তার নাম জাহান্নামের সেই দরজায় লিখে দেয়া হবে যেই দরজা দিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-৭ম, পৃ-২৯৯, হাদীস-১০৫৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

জান্নাত থেকে বঞ্চিত

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে মোকাররম, নুরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম, নবী করীম صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অর্থাৎ "চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(সহীহ বুখারী, পৃ-৫১২, হাদীস নং-৬০৫৬)

তওবার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর মাহবুব, হুযুর পুর নূর صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়াময় বাণী হচ্ছে,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

অর্থাৎ "গুনাহ্ থেকে তওবাকারী এমন যে, যেমন সে কোন গুনাহই করেনি।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ-২৭৩৫, হাদীস নং-৪২৫০)

চারজন মিথ্যা দাবীদার

১. আল্লাহ তাআলার ভালবাসার দাবীদার, কিন্তু আল্লাহ তাআলার হারামকৃত কাজগুলো থেকে বিরত থাকে না।

২. রাসূল صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবীদার, কিন্তু গরীবদেরকে মূল্যায়ন করে না।

৩. জান্নাতের প্রার্থী হবার দাবীদার, কিন্তু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করতে কার্পন্য করে।

৪. জাহান্নামকে ভয় করার দাবীদার, কিন্তু গুনাহের কাজগুলো থেকে বিরত থাকে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: " আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

মুসলমানদের নতুন বছর "মাদানী বছর"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! ইংরেজদের নতুন বছরের অভ্যর্থনার পরিবর্তে মুসলমানদের মাদানী নতুন বছর তথা হিজরী সালকে নতুন বছর হিসেবে অভ্যর্থনা জানানোর প্রেরণা যেন নছীব হয়। اَلْحَمْدُ لِله عَزَّوَجَلَّ! মুসলমানদের নতুন সাল ১ম মুহার্‌রামুল হারাম থেকে আরম্ভ হয়। প্রতি বছর ১লা মুহর্‌রমকে পরস্পরের মধ্যে মাদানী বছরের মোবারকবাদ জানানোর প্রথা চালু করা উচিত।

কারো কাছে না চাওয়ার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে এই কথার নিশ্চয়তা দিবে যে, মানুষের কাছ থেকে কিছু চাইবে না, তবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরজ করলেন, আমি এই কথার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে (আমি কারো কাছ থেকে কিছু চাইব না)। এমনকি তিনি কখনো কারো কাছ থেকে কোন কিছু চাননি।

মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করা উত্তম কাজ।

হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন, "আমি হুজুর তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এই কথার উপর বায়আত গ্রহণ করেছি যে, নামায প্রতিষ্ঠা করব, যাকাত আদায় করব, সাধারণভাবে সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করব।"

(সহীহ মুসলিম, পৃ-৪৮, হাদীস নং-৯৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

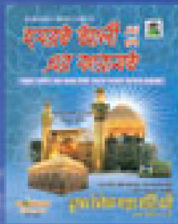

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَاءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَاءَ الله عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَاءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী